গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ২৪ - ৩০ নভেম্বর ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বেপরোয়া ভূমিকা

আশার আলো ক্রমশ কমে আসছে। এই প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার সময় পর্যন্ত কেটে গেছে ন'টা দিন, উত্তরাখণ্ডের সিল্কিয়ারার কাছে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ ধসে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা যায়নি। ধ্বংসস্তূপে পাইপ ঢুকিয়ে তার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের বের করে নেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু কাজ শুরু হতেই সুড়ঙ্গের ভিতরে আরেকটি বড়সড় ধস নামায় দুর্ঘটনার ছ'দিনের মাথায় সেই প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে হয়েছে উদ্ধারকারী বাহিনীকে। ধসে পড়া সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পাইপ দিয়ে পাঠানো অক্সিজেন ও সামান্য খাদ্য-পানীয় সম্বল করে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন ৪১ জন অসহায় শ্রমিক। আর ধ্বংসস্তূপের বাইরে ভিড় করে থাকা পরিজনদের আশঙ্কা-উদ্বেগ দিনে দিনে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের বহু বিজ্ঞাপিত চারধাম হাইওয়ে প্রকল্পের অংশ হিসাবে তৈরি হচ্ছিল এই সুড়ঙ্গটি। দুর্ঘটনার পর থেকে সুড়ঙ্গের সামনে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের ভিড়, বৈঠকের পর বৈঠক, নতুন নতুন পরিকল্পনা, সেনার উপস্থিতি সত্ত্বেও উদ্ধারকার্যের বেহাল দশা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, কাজ চলার সময়ে দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকদের জীবন রক্ষায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার কোনও আগাম পরিকল্পনাই কর্তৃপক্ষের ছিল না। তা যে ছিল না, তার আরও একটি স্পষ্ট প্রমাণ প্রকাশ্যে এসেছে। সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটারের বেশি হলেই আপৎকালীন রাস্তা তৈরির নিয়ম আছে, যাতে দুর্ঘটনা ঘটলে সেই রাস্তা দিয়ে শ্রমিকদের বের

দুইয়ের পাতায় দেখুন

শাস্তির দাবি
এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (সি) উত্তরাখণ্ড রাজ্য ইনচার্জ কমরেড মুকেশ সেমওয়াল ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের সতর্কবাণী এবং এলাকার মানুষের বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে বিজেপি সরকার শ্রমিকদের জীবনে এই বিপর্যয় ঘটাল।

২০১৯ থেকে এই চারধাম প্রকল্পের সুড়ঙ্গ খোঁড়া বন্ধের দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন এলাকার মানুষ। কিন্তু উন্নয়নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিজেপি সরকার জনগণের করের টাকার বিপুল অপচয় করে একদিকে হিমালয়ের পরিবেশ ধ্বংস করছে, অন্য দিকে পুঁজিমালিকদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য জনস্বার্থ বলি দিচ্ছে। এই সুড়ঙ্গ খুঁড়তে গিয়ে কোনও নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেনি বেসরকারি কন্ট্রাক্টর। সরকারের মন্ত্রী-আমলারাও তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এমনকি সুড়ঙ্গে কতজন শ্রমিক কাজ করেছে তার সঠিক তালিকা আট দিনেও ঠিকঠাক পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করছি, ১) দোষী অফিসার ও কন্ট্রাক্টরদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ২) উত্তরাখণ্ডে টানেল ভিত্তিক সমস্ত প্রকল্প শুরুর আগে পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী ও এলাকার সাধারণ মানুষকে নিয়ে তৈরি রিভিউ কমিটির মতামত গ্রহণ করতে হবে।

স্মার্ট মিটার চাই না

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট মিটার চালুর প্রতিবাদে জেলায় জেলায় ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন গ্রাহকরা। ছবি ঃ রায়দিঘি। আরও ছবি ও সংবাদ চারের পাতায়

আন্দোলন করায় আসামে নলবাড়িতে এস ইউ সি আই (সি) অফিসে

বিজেপি গুন্ডাবাহিনীর ব্যাপক হামলা

আসামের নলবাড়ি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের নাম করে ২৩৫ বেডের নলবাড়ি সিভিল হাসপাতাল তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করে আসাম সরকার। জনগণ এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে। এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে 'শহিদ মুকুন্দ কাকতি অসামরিক চিকিৎসালয় সুরক্ষা সমিতি' গড়ে তোলেন এলাকার জনগণ এবং আন্দোলন শুরু হয়। এর চাপে ১৬ নভেম্বর আসাম সরকার একদিনের নোটিসে একটি ৫০ বেডের হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করে। স্বভাবতই সুরক্ষা সমিতি এর প্রতিবাদ জানায়। তাতে বিজেপি সরকার ক্ষিপ্ত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে ক্যাবিনেট মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র কুমার জৈন ও অন্যান্যদের 'বহিরাগত', 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি বলে অশ্লীল গালিগালাজ করেন ও একদিনের মধ্যে নলবাড়ি ছাড়ার জন্য হুমকি দেন। তার তিন ঘন্টার মধ্যে দলের নলবাড়ি জেলা কার্যালয়ে বিজেপির গুণ্ডাবাহিনী ব্যাপক হামলা চালায় এবং কাগজপত্র নষ্ট করে (ছবি), জিনিসপত্র লুঠ করে। ভগৎ সিং, কনকলতা বড়ুয়ার মতো স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদদের ছবি টেনে-হিঁচড়ে বাইরে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে সাংবাদিকরা ক্যামেরা সহ এসে পড়ায় গুন্ডাবাহিনী আশপাশে সরে যায়। এরপরই পুলিশ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে হাজির হয় এবং বয়ান রেকর্ড করার নাম করে এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের ধরে নিয়ে যায়।

পরের দিন জিতেন্দ্র কুমার জৈনকে পুলিশ আটক করলেও জনমতের চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮ নভেম্বর দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী মুনিন্দ্র দলে এবং কুশল পেগুকে সারা দিন পুলিশ আটকে রাখে। শেষে জনমতের চাপে সন্ধ্যায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরদিন আবার পুলিশ তাঁদের থানায় হাজির হতে বলে। সংবাদমাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলন করে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঘোষণা করেন দাবি না মেটা পর্যন্ত জনস্বার্থে এই আন্দোলন চলবে।

রুশ বিপ্লবের রূপকার,
বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা
লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের
সমাপনী
সমাবেশ
কলকাতা
২১ জানুয়ারি, বেলা ২টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য
বক্তা
কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য
কমরেড জায়সন যোসেফ

উত্তরাখণ্ডে সুড়ঙ্গে বিপন্ন শ্রমিকরা

একের পাতার পর

করে আনা যায়। এই সুড়ঙ্গটি সাড়ে চার কিমি লম্বা হওয়া সত্ত্বেও এবং নকশায় আপৎকালীন রাস্তার কথা থাকলেও বেআইনি ভাবে সে সব বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বিজেপি শাসনে শ্রমিকদের জীবনের মূল্য এর চেয়ে বেশিই বা কী আশা করা যায়!

শুধু প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের প্রশ্ন নয়, এই বিপর্যয়ে আরও বহু প্রশ্নের বর্শামুখ ঘুরে রয়েছে নির্লজ্জ কায়েমি স্বার্থে বিজেপি সরকারের বেপরোয়া পদক্ষেপের দিকে। ভূতাত্ত্বিক, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তরাখণ্ডের মতো বাস্তুসংস্থান ও ভূতত্ত্বগত দিক দিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চলে এই ধরনের কাজ করতে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যে রিপোর্ট নির্মাণ-কোম্পানিকে দিতে হয়, তা কোথায়? ইসরো-র এক প্রাক্তন বিজ্ঞানীর প্রশ্ন— সেই রিপোর্ট যদি থেকেই থাকে, তা হলে তার ভিত্তিতে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য কী কী ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিয়েছে, সরকারের তা জনগণের কাছে তুলে ধরা উচিত। উত্তরাখণ্ড ইউনিভার্সিটি অফ হর্টিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গ খননে যে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে, সিল্কিয়ারার এই দুর্ঘটনার পিছনে সেটিও একটি বড় কারণ। তাঁর বক্তব্য, পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, চারধাম হাইওয়ে প্রকল্পে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ আদৌ গুরুত্ব দিয়ে করা হয়নি। সবচেয়ে বড় বোমাটি ফাটিয়েছেন রবি চোপরা— চারধাম প্রকল্পের পরিবেশগত মূল্যায়নের জন্য সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলে এমন বিশাল প্রকল্প শুরুর আগে যে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক ভৌগোলিক পরিবেশ গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার ছিল, সরকার তা করেনি। সরকার চেয়েছে তাড়াহুড়ো করে প্রকল্পের কাজ সেরে ফেলতে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিভতে বসেছে ৪১টি প্রাণ।

পরিবেশবিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা ও নিষেধ অগ্রাহ্য করে সমুদ্রতল থেকে সাড়ে তিন হাজার মিটার ওপরে, হিমালয় সংলগ্ন উত্তরাখণ্ডে নরেন্দ্র মোদি সরকারের রূপায়ণ করতে চলেছে ১২ হাজার কোটি টাকার মেগা প্রকল্প— 'চারধাম পরিযোজনা'। এই প্রকল্পে ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইওয়ে জুড়বে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ— চার তীর্থস্থানকে। এর জন্য ধ্বংস করা হচ্ছে মাইলের পর মাইল বনভূমি। কেটে ফেলা হচ্ছে হাজার হাজার গাছ। বহু ছোট নদী ও ঝর্ণার স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে ফেলা হচ্ছে। মারা পড়ছে অসংখ্য বন্যপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ। একের পর এক জোরালো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাহাড় ফাটিয়ে তৈরি হচ্ছে টানেল।

সব মিলিয়ে হিমালয় সংলগ্ন এই অঞ্চলের সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত করে, গোটা পরিবেশ ও সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনে বিপর্যয় ঘটানোর পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছে মোদি সরকার। শুধু তাই নয়, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন থেকে বাঁচতে চালাকির আশ্রয় নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। যেহেতু আইন অনুযায়ী ১০০ কিলোমিটারের কম দৈর্ঘ্যের হাইওয়ে নির্মাণে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রয়োজন পড়ে না, তাই প্রায় ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ চারধাম প্রকল্পের হাইওয়ে নির্মাণ প্রকল্পকে কৌশলে তারা ৫৩টি ভাগে ভাগ করিয়ে নিয়েছে রাস্তা পরিবহণ ও হাইওয়ে মন্ত্রককে কাজে লাগিয়ে। প্রতিটি অংশের দৈর্ঘ্য রাখা হয়েছে ১০০ কিমির কম।

সরকারের এই চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফলে গত কয়েক বছর ধরে পাহাড়ি এই এলাকায় একের পর এক ধস, হড়পা বানের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে। এ বছরের গোড়ার দিকেই যোশীমঠ শহরটির ধীরে ধীরে ভূমিগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার সূচনা কাঁপন ধরিয়েছে মানুষের বুকে।

প্রশ্ন হল, পরিবেশবিদ-বিজ্ঞানীদের শত নিষেধ উপেক্ষা করে ভয়াল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও ব্যাপক জীবনহানির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কীসের তাড়নায় চারধাম প্রকল্প হাতে নিল মোদি সরকার? এক কথায় এর উত্তর হল, নিতান্তই ভোট ও পুঁজির স্বার্থে— পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রে যে দুটি বিষয় আবার পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সামান্য সমাধানও করতে না পেরে আগামী নির্বাচনে বিজেপির একমাত্র হাতিয়ার উগ্র হিন্দুত্ববাদ। চারধাম হাইওয়ে প্রকল্প আসলে সেই হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডারই অঙ্গ। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে চার তীর্থস্থানকে হাইওয়ে দিয়ে জুড়ে দিতে পারলে আরও একবার নিজেকে হিন্দু ধর্মের 'মসীহা' বলে ঢাক পেটানোর সুযোগ মিলবে নরেন্দ্র মোদির। তাছাড়া উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে চিনের। প্রকল্প শেষ হলে চওড়া হাইওয়ে দিয়ে সেনা ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণের সুযোগও মিলবে। ফলে দেশের কোটি কোটি মানুষের খাবার জুটুক না-জুটুক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান যতই নাগালের বাইরে থাক, ভোটের আগে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আতঙ্ক ছড়িয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের হিড়িক তুলতেও সাহায্য করবে এই চারধাম প্রকল্প। তাই দ্রুত এই প্রকল্প শেষ করা বিজেপির নিতান্ত প্রয়োজনে। তাতে গরিব-গুরবো কয়েকজন শ্রমিকের প্রাণ না হয় বলি-ই পড়ল! মসনদ-লোভীদের তাতে কতটুকু আসে যায়!

চারধাম প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থও। অর্থনীতির এই মন্দা দশায় এমনিতেই পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে হচ্ছে ধনকুবের পুঁজিমালিকদের। উত্তরাখণ্ডের সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশে চারধাম প্রকল্পের মাধ্যমে যদি যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়, তাহলে পর্যটন ব্যবসার রমরমা ঘটতে পারে। দেশি-বিদেশি ধনী পর্যটন ব্যবসায়ীদের হাতে মুনাফা লুঠের সেই সুযোগ তুলে দেওয়ার প্রবল বাসনাও কাজ করছে প্রকল্প দ্রুত শেষ করতে মোদি সরকারের উদগ্র আগ্রহের পিছনে। পুঁজিবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় এইসব ধনপতিদের আশীর্বাদের হাত দলের মাথায় না থাকলে সরকারি ক্ষমতায় যে টিকে থাকাই যাবে না! ফলে পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যায় যাক, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের প্রাণ বলি হয় হোক, এলাকার নিরীহ বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয় হোক, চারধাম প্রকল্প গড়ার লক্ষ্যে অটল নরেন্দ্র মোদির কেন্দ্রীয় সরকার। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীও। বলেছেন, সিল্কিয়ারার এই দুর্ঘটনার পরে রাজ্যের সমস্ত সুড়ঙ্গ তৈরির প্রকল্প খতিয়ে দেখা হবে, কারণ এরকম সুড়ঙ্গ আমাদের আরও দরকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কায়েমি স্বার্থে মুনাফাবাজ মালিকদের তুষ্ট করতে নির্বিচারে পরিবেশের উপর এভাবেই অত্যাচার চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর চরম জনস্বার্থবিরোধী বিজেপি সরকার। তাদের নির্লজ্জ লোভের বলি এই ৪১ জন নিরুপায় শ্রমিক যারা অন্ধকার সুড়ঙ্গে একটুখানি অক্সিজেনের আশায় প্রাণপণে শ্বাস টেনে চলেছে। সুড়ঙ্গের বাইরে ভিড় করে থাকা তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশের মানুষ আজ আকুল হয়ে ভাবছে— উন্নয়নের নামে নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংস আর সাধারণ মানুষের জীবনকে বলি দেওয়া আর কত দিন চলবে!

এমন বিশাল প্রকল্প শুরুর আগে যে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক ভৌগোলিক পরিবেশ গভীর ভাবে খতিয়ে দেখা দরকার ছিল, সরকার তা করেনি। সরকার চেয়েছে তাড়াহুড়ো করে প্রকল্পের কাজ সেরে ফেলতে। ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে নিভতে বসেছে ৪১টি প্রাণ।

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই (সি)-র ভগবানপুর লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড মৃত্যুঞ্জয় দাস ২৭ অক্টোবর নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

ভগবানপুরে দল গঠনের শুরুতেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯২ সালে বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হলে ভগবানপুর-১ ব্লকে নিজের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে জেলার প্রথম বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর বাকরহিত অবস্থায় থাকা অবস্থাতেও ভগবানপুরে পার্টির নতুন অফিসের জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভগবানপুরে সংগঠনের বড় ক্ষতি হল।

কমরেড মৃত্যুঞ্জয় দাস লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার কর্মী কমরেড ইউনুস আলি সেখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৫ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

'৭০-এর দশকে রাধাকান্তপুর গ্রামের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডের সংস্পর্শে এসে ইউনুস আলি সেখ দলের সাথে যুক্ত হন। এলাকায় সংগঠন বিস্তারে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে চলতে চলতে গরিব মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন তিনি। ক্লাব পরিচালনা ও বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে দক্ষতার সাথে যুক্ত রাখতেন। শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি প্রখর থাকায় গরিব মানুষের পাশে থেকে তাঁদের স্বার্থে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখতেন।

৬ নভেম্বর রাধাকান্তপুর রেলগেট প্রাঙ্গণে কমরেড ইউনুস আলি সেখের স্মরণসভায় নদিয়া উত্তর ও দক্ষিণ উভয় জেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সদস্য কমরেড বসির আহমেদ, প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স। বক্তব্য রাখেন নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড কামালউদ্দিন সেখ।

কমরেড ইউনুস আলি লাল সেলাম

থানায় যুবকের মৃত্যুতে তদন্ত দাবি

আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই(সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, মোবাইল চুরির অভিযোগে আমহার্স্ট থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সময় যেভাবে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে তা খুবই উদ্বেগজনক। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি অবিলম্বে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা হোক এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করাহোক।

এই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং পুলিশি তদন্তের পরিবর্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি এবং এবং মৃতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডিসিপি (নর্থ)-এর কাছে ১৬ নভেম্বর ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে বামপন্থীদের গণআন্দোলনই একমাত্র বিকল্প

সাক্ষাৎকারে বাসদ মার্ক্সবাদীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা

৫ আগস্ট মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন বাংলাদেশের বাসদ মার্ক্সবাদীর এক প্রতিনিধিদল। দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার একটি সাক্ষাৎকার গণদাবীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারটি প্রথম অংশ গণদাবীর ৭৬-১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এবার দ্বিতীয় ও শেষ কিস্তি।

(২)

প্রশ্ন ঃ এবার আমি একটু অন্য প্রশ্নে যাব। বাংলাদেশের এই মুহূর্তের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যদি আপনি সংক্ষেপে কিছু বলেন।

উত্তর ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলতে গেলে, বলতে হবে যে বাংলাদেশে একটা ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী শাসন চলছে। আওয়ামি লিগ গত ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছে। এই দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের জনগণ ভোট দিতে পারেনি। বাংলাদেশে ২০১৪ সালে একটা ভোট হয়। সেই ভোটে ৩০০টা আসনের মধ্যে ১৫৪টা আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামি লিগ জয়ী হয়। আর ২০১৮ সালে আর একটা নির্বাচন হয়, জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে দিনে কোনও ভোট হয়নি, আগের রাতে ভোট হয়েছে এবং সমস্ত পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামি লিগ এই ভোটটা করেছে। আমাদের দেশে এটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার যে এটা একটা ভোট ডাকাতির নির্বাচন হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের যে মৌলিক অধিকার, তার যে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার, কাজের অধিকার বা মানুষ হিসাবে সে যে তিন বেলা খেয়ে বাঁচবে, এই সব অধিকারই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে মূল্যবৃদ্ধি ভয়াবহ, বেকারত্ব একটা ভয়াবহ সংকটের আকার ধারণ করেছে, কাজের সুযোগ নেই মানুষের। ফলে এক কথায় যদি বলি যে, একদিকে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আর এক দিকে মানুষ হিসাবে সে যে মর্যাদা নিয়ে বাঁচবে সেই অধিকারটুকুও এই গভর্নমেন্ট সমস্ত দিক থেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে চরম জনবিরোধী হয়ে উঠছে। যার ফলে বাংলাদেশে এখন আমরা একটা দাবি করছি যে, এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং এই যে পার্লামেন্ট সেটা একটা অবৈধ পার্লামেন্ট। তাই একটা নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে। এটা শুধুমাত্র কিছু রাজনৈতিক দলের দাবি নয়, এটা একটা গণদাবি। বাংলাদেশের জনগণ মনেই করে যে, দলীয় সরকারের অধীনে, অর্থাৎ শেখ হাসিনার যে সরকার, আওয়ামি লিগের যে সরকার এখন ক্ষমতায় আছে, তার অধীনে কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। ফলে এখানে একটা নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত। এই দাবিতে এখন আমরা, সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল, নানা ভাবে আন্দোলন চালাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ এই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বলতে আপনি কাদের কথা বলছেন?

উত্তর ঃ বিএনপি একটা বিরোধী দল, বিএনপি-র সঙ্গে যুক্ত কর্মসূচিতে আছে কিছু দল। আর তার বাইরে আমাদের একটা বামগণতান্ত্রিক জোট আছে। এই জোট বাংলাদেশে একটি শক্তি।

প্রশ্ন ঃ এই বামগণতান্ত্রিক জোট, আর বিএনপি কি একসঙ্গে কর্মসূচি করছে?

উত্তর ঃ না। এই প্রশ্নে আমাদের একটা জায়গা আছে। আওয়ামি লিগ বা বিএনপি এই দুটিকেই আমরা পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার মনে করি। এই ম্যানেজারিটা এখন করছে আওয়ামি লিগ। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তারা এই কাজটাই করেছে। ফলে আমরা বাম গণতান্ত্রিক জোট মনে করি যে আজকের দিনে যদি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি রক্ষা করতে হয়, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করতে হয়, তা হলে বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে কোনও যৌথ কর্মসূচি বা ঐক্যের মধ্য দিয়ে এই সংকটের সমাধান করা যাবে না। সেই জন্য বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনই এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিকল্প। আমরা সেই লড়াইটা করছি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের এই দুই জোটের দাবির মধ্যে কি কোনও পার্থক্য রয়েছে?

উত্তর ঃ এই দুই জোটের দাবির মধ্যে আপেক্ষিক অর্থে প্রধান যে দাবিটা, সেই দাবির মধ্যে ওই অর্থে কোনও পার্থক্য নেই। নির্দলীয় তদারকি সরকারের দাবি আমরা করছি। কিন্তু আমরা যে ভাবে এই নির্বাচন ব্যবস্থার একটা আমূল সংস্কার চাই, আমরা যে ভাবে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক ধারার বাতিল চাই, আমরা জনজীবনের সঙ্কটের যে দাবিগুলোর কথা তুলছি, শিক্ষার সংকট, জনজীবনের এখানকার যে ভয়াবহ সংকট, এই সংকটের যে ভয়াবহতা, এই জন্য মানুষের যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলছি, যারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করছে, যারা ঋণ খেলাপি তাদের বিরুদ্ধে আমরা যে ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছি, এটা কিন্তু বিএনপি বলে না, তারা শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। জনগণের যে ভয়াবহ সংকট তার সমাধানের প্রশ্নে আমাদের সঙ্গে তাদের গুরুতর পার্থক্য আছে।

প্রশ্নঃ আপনাদের যে বাম-গণতান্ত্রিক জোট, এই জোটের মধ্যে বামপন্থীরা ছাড়া অন্য গণতান্ত্রিক শক্তিও রয়েছে?

উত্তর ঃ বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে মূলত বামপন্থী দল হিসাবেই তারা পরিচিত।

প্রশ্ন ঃ তা হলে বাম জোটই বলা যায়।

উত্তর ঃ হ্যাঁ বর্তমানে এটা বাম জোটই বলা যায়।

প্রশ্ন ঃ এই বাম জোটের মধ্যে অন্য বাম দলগুলোর ভূমিকা কী রকম? গণতন্ত্রের দাবিতে যে আন্দোলনটা, লড়াইটা আপনারা করছেন সেই আন্দোলনে অন্য বাম দলগুলোর ভূমিকা কী রকম?

উত্তর ঃ প্রথমেই যেটা বললাম, আজকের দিনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইটার কথা আমরা যখন বলছি, তখন মনে রাখতে হবে, কোনও দল ফ্যাসিবাদ আনে না, পুঁজিপতি শ্রেণি তার শোষণ-শাসন, সর্বোচ্চ মুনাফা গ্যারান্টি করতে ফ্যাসিবাদ আনে এবং তার স্বার্থ রক্ষা করে এ রকম দলের মাধ্যমে তা কার্যকরী করে। ফলে একদিকে শাসক গোষ্ঠী যারা ক্ষমতায় আছে তাদের আক্রমণের নিশানা করতে হবে, আবার অপরাপর যে শক্তিগুলো আছে, যারা আসলে বুর্জোয়াদেরই শক্তি তাদের চরিত্রগুলোও একই সঙ্গে উন্মোচন করতে হবে। এই প্রশ্নে একটা পার্থক্য আমাদের তৈরি হয়। আমরা দেখি, এই জন্যে বামগণতান্ত্রিক জোটের মধ্যেও কিছু দল বিএনপির সাথে কিন্তু যুক্ত কর্মসূচিতে চলে গিয়েছে। অনেক সময় আওয়ামি লিগকেই কেবল আক্রমণ করে যেহেতু আওয়ামি লিগ এখন ক্ষমতায় আছে। এটা তো ঠিকই যে, শাসকগোষ্ঠীকে আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকেও যে অ্যাড্রেস করা দরকার সেই জায়গায় অনেক সময় আমাদের পার্থক্য তৈরি হয়। কেউ কেউ মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিপদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু কথা বলে। এগুলোর একটা ভুয়ো আবরণ তৈরি করে আওয়ামি লিগকে রক্ষার চেষ্টাই করে। ফলে আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আন্দোলনের যে প্রয়োজনীয়তা, কিছু কিছু দলের ক্ষেত্রে সেটাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ফলে একটা ডান ঝোঁক, আর একটা হঠকারি ঝোঁক— এই দুটোই দেখা যায়। এই দুটো ঝোঁকের বিরুদ্ধেই লড়াই করে এই বামগণতান্ত্রিক জোটকে ঐক্যবদ্ধ রেখে আমরা লড়াইটা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন ঃ এই ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকাটা যদি নির্দিষ্টভাবে একটু বলেন।

উত্তর ঃ যেমন, আমরা কী অর্জন করতে চাই, এই জায়গাটা আমরা স্পষ্ট ভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেহেতু মানুষের ক্ষোভ আছে, তাই কিছু গরম গরম কথা বলার মধ্য দিয়ে তো এই সঙ্কটের সমাধান করা যাবে না। এর মধ্যে দিয়ে আমরা জনগণকে কতটুকু রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারছি, গণআন্দোলনের শক্তি আমরা কতটা নির্মাণ করতে পারছি, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। গণআন্দোলনের শক্তিকে যতটা শক্তিশালী করতে পারব ততটাই তা মানুষের ভয়াবহ সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসার গ্যারান্টি হিসাবে কাজ করবে। এই অ্যাপ্রোচটা কিন্তু আমরা অন্য দলগুলোর মধ্যে দেখি না। আমরা বক্তব্যের মধ্যে, আলাপ-আলোচনার মধ্যে, জনগণের কাছে যাওয়ার মধ্যে এই অ্যাপ্রোচটা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে, একটা গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য গণকমিটি গড়ে তুলতে হবে। নির্দিষ্ট ভাবে এই বক্তব্যগুলো আমরা জনগণের মধ্যে নিয়ে যাই। এ ছাড়াও ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে কমরেড ঘোষের শিক্ষা আমরা জনগণের কাছে নিয়ে যাই।

প্রশ্ন ঃ আপনারা এই যে অন্যদের থেকে সুনির্দিষ্ট পার্থক্যের কথা বললেন, আপনাদের এই বক্তব্য জনগণের মধ্যে কেমন সাড়া জাগাচ্ছে?

উত্তর ঃ খুবই ভাল। এখন আমরা দেখছি, অন্যান্য দলগুলো যখন বক্তব্য রাখছে তখন কিন্তু তারা আমাদের এই কথাগুলো বলছে। এটাকে একটা অর্জন হিসাবেই আমরা দেখছি। অন্যান্য বাম দলগুলোর কর্মীদের মধ্যেও কিন্তু আমাদের এই বক্তব্যের প্রতি একটা সমর্থন আছে। সাধারণ জনগণের মধ্যেও এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন আছে। আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা তিন মাস ধরে একটা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম নির্দলীয় তদারকি সরকারের দাবিতে এবং এই সরকারের পদত্যাগ ও জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানের দাবি নিয়ে। আমরা ব্যাপক মানুষের সমর্থন পেয়েছি। সেই সময়ে প্রশাসনকে যে ভাবে আমাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে এখানকার বামপন্থী মহলই শুধু নয়, দেশের গোটা রাজনৈতিক মহলই আমাদের একটা সিনসিয়ার রাজনৈতিক শক্তি বলেই মনে করে। মনে করে যে এদের শক্তি কম, কিন্তু এরা একটা সিনসিয়ার পলিটিক্যাল ফোর্স। গণআন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে জনগণের শক্তি নির্মাণ করতে হবে, মিডিয়ার মাধ্যমে বা প্রচারের মাধ্যমে বা যেনতেন প্রকারে যারা বামপন্থার কথা বলে, একটা আদর্শের কথা বলে তারা যে বড় হতে পারে না, তাদের বড় হওয়ার একটাই জায়গা আছে, তা গণআন্দোলন, শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলা, সেই বিষয়গুলো আমরা অনেকটা নিয়ে আসতে পেরেছি।

প্রশ্ন ঃ এখন আপনাদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বলুন?

উত্তর ঃ পাঁচ দফা দাবিতে আমাদের দলের পক্ষ থেকে এবং বাম-গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। আমাদের দলের পক্ষ থেকে কী ভাবে এই গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যায়, কী ভাবে গণকমিটি গড়ে তোলা যায় তার চেষ্টা করছি। আমরা মনে করি আজকের দিনে এই যে ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন তার বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তুলতে হলে বামগণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রেখে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমাদের এই বামগণতান্ত্রিক জোটের বাইরেও কিছু বামপন্থী হিসাবে পরিচিত শক্তি আছে, যারা এখনও একটা প্ল্যাটফর্মে আসতে পারেনি, যেমন ফ্যাসিবাদ বিরোধী বামমোর্চা নামে একটি প্ল্যাটফর্ম আছে বাংলাদেশে। এই দাবিগুলির মধ্যে যেগুলি নিয়ে তারা একমত

পাঁচের পাতায় দেখুন

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের প্রস্তুতি

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্প্রতি গ্রাহকদের মতামত উপেক্ষা করে একতরফা ভাবে বিদ্যুতের ফিক্সড চার্জ বৃদ্ধি করেছে। তাতে গৃহস্থ গ্রাহকরা যেমন চাপে পড়েছেন, একই সাথে ছোট ও মাঝারি শিল্প, ধানকল, চাষিদের ব্যবহৃত শ্যালো পাম্পের ইঞ্জিন চালানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বহু গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গ্রাহকদের লুঠ করার যন্ত্র প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগানোর ষড়যন্ত্র। তা রুখতে রাজ্য জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলছে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। এর জন্য বিভিন্ন এলাকায় গ্রাম ভিত্তিক ‘গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি’ গড়ে তুলতে ও গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য জুড়ে নানা জায়গায় গ্রাহকদের কর্মশালা ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করেছে অ্যাবেকা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস সহ অন্যান্য রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ এই সভাগুলি পরিচালনা করেন।

৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুরে সমিতির ডায়মন্ডহারবার মহকুমা প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে কর্মশালা হয় ও সমিতির ডায়মন্ডহারবার মহকুমা কমিটি গঠিত হয় (ডানদিকে নিচের ছবি)। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ৮ নভেম্বর মেছেদা বিদ্যাসাগর হলে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কর্মশালা হয় (বাঁ-দিকের ছবি)।

১৪ নভেম্বর নদীয়ার বারুইপাড়ায় আঞ্চলিক গ্রাহক কনভেনশনে সংগঠনের অঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

১৬ নভেম্বর হাওড়ার উলুবেড়িয়া এসডিও অফিসের সামনে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অবস্থান করে বিক্ষোভ দেখান। এক প্রতিনিধি দল এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেয়।

১৭ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণায় অ্যাবেকার রায়দিঘি কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির ডাকে রায়দিঘির কাস্টমার কেয়ার অফিসে এবং স্টেশন ম্যানেজারের কাছে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। এলাকায় বিভিন্ন ট্রান্সফর্মার ভিত্তিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। দুই শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

বিরসা মুণ্ডা জন্মদিবসে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির

আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীরাও কিনতে পারবে। এ বিষয়ে ওড়িশার বিজেডি সরকারের মন্ত্রিসভা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি। কমিটি ১৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছে, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে আদিবাসীদের অধিকার হরণের নানা প্রক্রিয়া বেড়েই চলেছে। সংশোধনের নামে বনাঞ্চল আইন এমন ভাবে পাল্টে দেওয়া হয়েছে যে, আদিবাসী এবং বনাঞ্চলে বসবাসকারী গরিব মানুষ বনাঞ্চলের জমি ও নানা সম্পদের ওপর যে অধিকার ভোগ করত, তা হারাতে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এই কালা আইন কার্যকর করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আদিবাসী জনগণ প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সরকারের সবুজ সঙ্কেত পেয়ে বেদান্ত গোষ্ঠী গত ১২ আগস্ট ওড়িশার রায়গড় জেলায় সিজমালি পাহাড়ের জমি দখলে নামে। মানুষ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ওড়িশারই কালাহাণ্ডি জেলায় কুক্রুমালি পাহাড়ে জমি দখলে নামে আদানি গোষ্ঠী। জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির হিসাব অনুযায়ী, যদি এই দখলদারি আটকানো না যায়, তাহলে ১৮০টি গ্রামের ২ লক্ষেরও বেশি মানুষ এলাকা থেকে উচ্ছেদ হবে।

ত্রিপুরার আগরতলায় বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবস উদযাপন

এই পরিস্থিতিতে বনাঞ্চল সংরক্ষণ আইন-২০২২ ও তার সংশোধনী আইন-২০২৩ প্রত্যাহার এবং বন অধিকার আইন-২০০৬ সম্পূর্ণ রূপায়ণের দাবিতে আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্যে জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির ডাকে ১৫ নভেম্বর শহিদ বিরসা মুণ্ডার ১৪৯তম জন্মদিবস পালিত হয়। শহিদ বিরসা মুণ্ডা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জমিদার-মহাজন ও ঠিকাদারদের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে আদিবাসী মানুষকে সংগঠিত করে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছিলেন। ছোটনাগপুরে আদিবাসীদের নিয়ে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলন তাঁকে জমিরক্ষা আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত করেছে। এ দিন সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে শহিদ বিরসা মুণ্ডার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আন্দোলনের শপথ নেন কমিটির সদস্য ও উপস্থিত জনেরা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ‘খাস কমিটি’ গঠন করেছে সে প্রসঙ্গে সুরক্ষা কমিটির বক্তব্য, এতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খাস জমিতে বসবাসকারী গরিব মানুষ উচ্ছেদ হবে। কারণ, অনেকের কাছেই জমির পাট্টা নেই। কমিটি জানিয়েছে, উচ্ছেদের এই সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে।

এ আই ডি এস ও-র উদ্যোগে ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস পালনে ছাত্রছাত্রীরা

নোট বাতিলের ৭ বছরে প্রতিশ্রুতির একটিও পূরণ হল না

অতীতের ঘটনার মূল্যায়নের জন্য কখনও কখনও পিছন ফিরে দেখতে হয়। এ রকমই একটি ঘটনা নোট বাতিল। বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, নোট বাতিলের উদ্দেশ্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন কিছু সমস্যা সমাধানের কথা বলেছিলেন, যা সহজে হওয়ার নয়। নোট বাতিলে তো নয়ই। ফলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না। তবুও বিশাল অংশের মানুষ তাঁর কথায় বিশ্বাস করেছিল। ফলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবার মতো।

২০১৬-এর ৮ নভেম্বর নোট বাতিলের ‘কালো’ দিন। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। আগাম কোনও ঘোষণা ছিল না। নোট বাতিল করে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এতে কালো টাকা উদ্ধার হবে, জাল নোটের সমস্যা মিটবে, বাজারে নগদের পরিমাণ কমে ডিজিটাল লেনদেন বাড়বে এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হবে।

সাধারণ মানুষ রাতারাতি পড়িমরি করে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দিতে বাধ্য হলেন। অসুস্থ, বৃদ্ধরাও রেহাই পেলেন না। নোট বাতিলের খামখেয়ালিপনায় ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গেলেন দেড়শোর বেশি মানুষ! নোট বাতিলের কারণে খুচরো ব্যবসায়ীদের ব্যবসাও মার খেতে শুরু করল। ছোট ব্যবসা, অসংগঠিত ক্ষেত্র মুখ থুবড়ে পড়ল এই সিদ্ধান্তে। কোটি কোটি মানুষ কাজ হারালেন। বন্ধ হয়ে গেল লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসা। এগুলির সাথে যুক্ত অসংখ্য পরিবার রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে গেল। তবুও অধিকাংশ মানুষ এত কষ্ট মেনে নিয়েছিলেন যদি কালো টাকা নির্মূল হয়, সন্ত্রাসবাদ দূর হয় সেই আশায়।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাত্র ৫০ দিনেই তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ করবেন। ২০২৩-এর এই নভেম্বরে ৫১টি ৫০ দিন পার হয়ে গেল— কোনটা করতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী? কত কালো টাকা উদ্ধার হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আমজনতাকে জানিয়েছেন কি? জাল নোটের সমস্যা কি মিটে গিয়েছে? বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ করে টাকা দেবেন বলেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতিই বা কোথায় গেল? উল্টে, কালো টাকার কারবারিরা সরকারি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে জাঁকিয়ে বসে মুনাফা লুঠছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কালো টাকা উদ্ধার না করতে পারলে যে কোনও শাস্তি মাথা পেতে নেবেন। প্রধানমন্ত্রী মাথা পেতে কোন শাস্তি নিয়েছেন?

নোট বাতিলের পর বড়সড় সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে পুলওয়ামায় ২০১৯ সালে। তা হলে মোদিজির কথা অনুযায়ী, নোট বাতিলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মদত বন্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতিও অথই জলে।

নোট বাতিলে গরিব অসংগঠিত ক্ষেত্রের ৯৯ শতাংশ মানুষের ক্ষতি হলেও ১ শতাংশ পুঁজিপতিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেই নজর দিয়েছে বিজেপি সরকার। সেজন্য নোট বাতিল, জিএসটি বসানোর পর একচেটিয়া কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের মুনাফা কয়েকশো শতাংশ করে বেড়েছে। ফলে নোট বাতিল করে সাধারণ মানুষের সমস্যা মেটানোর প্রতিশ্রুতি, প্রধানমন্ত্রীর ভোট চমক ছাড়া আর কী!

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) নোট বাতিলের পরই বিবৃতি দিয়ে বলেছিল, এতে কালো টাকা বা সন্ত্রাসবাদের সমস্যা দূর হবে না। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা এই দুটোরই জন্মদাতা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুনাফা, আরও মুনাফার পথে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম এবং তার গর্ভেই দুর্নীতির জন্ম। আর পুঁজিবাদী শোষণ-জুলুম টিকিয়ে রাখতে গেলে, অন্যকে দাবিয়ে রাখতে সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার করতেই হয় পুঁজিপতিদের। প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থতা এই বক্তব্যেরই সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিল।

মালদায় মিড-ডে মিল কর্মী সম্মেলন

মিড-ডে মিল কর্মীদের কমপক্ষে মাসে ৬৩০০ টাকা বেতন, পিএফ এবং পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা ও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে মালদা জেলার তুলসিহাটায় ১০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক সম্মেলন। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে পথ অবরোধ ও লাগাতার রান্না বন্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন থেকে রৌশন আরা বেগম (বেলি) ও মাজেদা বিবি যথাক্রমে ইউনিয়নের ব্লক সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। শতাধিক মিড-ডে মিল কর্মী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

চণ্ডীগড়ে রাজভবন অভিযান কৃষকদের

২৬-২৮ নভেম্বর চণ্ডীগড় রাজভবনে সংযুক্ত কিসান মোর্চার আহ্বানে তিন দিনব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভে হাজার হাজার কৃষক ট্রাক্টর নিয়ে পৌঁছন। তারা ১৩ মাস ধরে চলা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের পর এমএসপি চালু, কৃষক স্বার্থবিরোধী বিদ্যুৎ বিল-২০২০ বাতিল করার যে প্রতিশ্রুতি বিজেপি সরকার দিয়েছিল, সেগুলি পালনের দাবি জানান।

উপস্থিত কৃষক নেতারা বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন। কিসান মোর্চার অন্যতম প্রধান সংগঠন এ আই কে কে এম এস এই কর্মসূচির জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে মিটিং করে কমিটি গড়ে তোলেন।

নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে সভা রঘুনাথপুরে

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, দার্শনিক, মহান নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার, মহামতি লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে এবং মহান নভেম্বর বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিতে ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট), পুরুলিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রঘুনাথপুর শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য সমাবেশ। প্রধান বক্তা দলের রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য তুলে ধরে দেখান, বর্তমান সময়ে যে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, শ্রমিকদের ওপর দুর্বিষহ শোষণে মানুষের জীবনে ভয়াবহ সংকট নেমে এসেছে তার একমাত্র সমাধান আছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে। সভাপতিত্ব করেন দলের জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা।

পুরুলিয়ায় ডিএম দফতর ঘেরাও বিড়ি শ্রমিকদের

বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি ও সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া, ঝালদায় বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতালের কাজ দ্রুত শেষ করে তা চালু করা সহ আট দফা দাবিতে ১২ নভেম্বর পুরুলিয়া জেলার সহস্রাধিক বিড়ি শ্রমিক ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পুরুলিয়া জেলা বিড়ি শ্রমিক সংঘের নেতৃত্বে সংগঠিত এই বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর মাহাতো। পরে সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক কমরেডস অনাদি কুমার ও তপন রজকের নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়। প্রশাসন দাবি পূরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেয়।

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ব্যাঙ্ককর্মীদের

শারদীয়া উৎসবের মুখে ভেন্ডার (কন্ট্রাক্টর) এফএসএস এক নির্দেশনামা জারি করে রাজ্যের আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফসাইড এটিএম (ব্যাঙ্কের কোনও শাখার সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এমন এটিএম)-এ দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ১৪৭ জন কর্মী তথা নিরাপত্তা রক্ষীকে কোনও নিয়ম না মেনেই ছাঁটাই করেছে। দেওয়া হয়নি তাঁদের দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট। পরিণামে পরিবারগুলি পড়েছে অপরিসীম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে।

বলা বাহুল্য, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই ভেন্ডার অবৈধভাবে কর্মীদের উপর ছাঁটাইয়ের এই খড়্গ নামিয়ে এনেছে। ব্যাঙ্কের খরচ কমাতে যেখানে দুর্নীতি বন্ধ করা এবং অনুৎপাদক সম্পদ (এনপিএ) কমাতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তা না করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতি নিয়ে স্বল্প বেতনের গরিব কর্মচারীদের সর্বস্বান্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ৬টি ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ 'অল বেঙ্গল কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কার্স ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে ২১ এবং ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ইস্টার্ন জোনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ হয়। ব্যাঙ্কের সিজিএম (জোনাল হেড) এ নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও, শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আবার ১৯ এবং ২০ অক্টোবর জোনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ হয়। এই কর্মসূচিতে ছাঁটাই-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যরাও যোগ দেন। উৎসবের কয়েক দিন বিরতির পর আবার ৩০ অক্টোবর শত শত ব্যাঙ্ককর্মী ব্যাঙ্কের মূল গেট আটকে বিক্ষোভ দেখান। এর ফলে ৮ নভেম্বর হেড অফিসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের আলোচনার দিন ঠিক হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ রায়মণ্ডল (আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ), নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার (কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ), সুব্রত দাস (ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যান্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন), অভিজিৎ মণ্ডল (ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাকচুয়াল অ্যান্ড কন্ট্র্যাক্ট ওয়ার্কমেন ইউনিয়ন), মৃন্ময় ধর (ওয়েস্ট বেঙ্গল কন্ট্র্যাক্টরস সিকিউরিটি গার্ড অ্যান্ড মেন্টেনেন্স লেবার ইউনিয়ন), গৌরীশঙ্কর দাস (ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, ওয়েস্ট বেঙ্গল), ইন্দ্রনীল মজুমদার প্রমুখ।

সাক্ষাৎকারে কমরেড মাসুদ রানা

তিনের পাতার পর

ভারত সরকারের সম্পর্ক বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

উত্তরঃ এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভারত সরকারের ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট বাড়ছে। কারণ বাংলাদেশে যে সরকারটা চলছে সেটা একটা ভয়ঙ্কর ফ্যাসিবাদী সরকার এবং বাংলাদেশের মানুষের কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, উন্নয়নের কথা বলে যে ভাবে সরকারটা পরিচালনা করছে সেখানে মানুষের কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই সময়টাতে আমরা দেখছি যে, বিশেষ করে ২০১৪ সালে নির্বাচনে দেখা গেল, তখন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন সুষমা স্বরাজ, তিনি সরাসরি বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করছেন যে, বাংলাদেশে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসুক আমরা চাই এবং উনি কিছু বিরোধী দলকে বাধ্য করছেন সেই নির্বাচনে যোগ দিতে। রামপালে যে বিদ্যুৎকেন্দ্র হচ্ছে, এটা পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি করবে। আদানিদের থেকে যে বিদ্যুৎ কিনছে বাংলাদেশ, এটাতেও দেশের বিরাট একটা আর্থিক ক্ষতি। এটা বাংলাদেশ সরকার করছে কারণ, আদানিদের খুশি করার দ্বারা সে ভারতের বিজেপি সরকারের সমর্থন চাইছে। এর দ্বারা বাংলাদেশে যেমন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর ক্ষমতা বাড়বে, তেমনই ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্টটাও বাড়তে থাকবে। আমরা এটা জানি। আমরা সব সময় এটা বাংলাদেশের জনগণকে বলি যে, ভারতে শাসকগোষ্ঠী আর ভারতের জনগণ এক নয়। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী আর বাংলাদেশের জনগণ এক নয়। আমরা মনে করি, ভারতের শাসকদের এমন কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয় যা বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিরোধী মানসিকতা বাড়তে সাহায্য করে।

সেই দাবি নিয়ে তাদের সাথে আমরা কিছু যৌথ কর্মসূচি করছি। এই দাবিগুলি নিয়ে আমরা এখন মিছিল, পথসভা, সমাবেশ করছি। এই কর্মসূচিগুলি ভবিষ্যতেও আমাদের চলবে। জেলায় জেলায় সমাবেশ করা, বিভাগীয় কনভেনশন, সমাবেশ করা এবং কেন্দ্রীয় ভাবে মহাসমাবেশ করা, এই পরিকল্পনাগুলি আমাদের বামগণতান্ত্রিক দলগুলির সামনে আছে। আমরা যদি এই সরকারকে নির্দলীয় তদারকি সরকার গঠন করতে বাধ্য করতে চাই তবে ভবিষ্যতে ঘেরাও, অবরোধ এই কর্মসূচির দিকেও আমাদের যেতে হবে।

আর একটা জিনিস আমাদের দেশে আছে যেটা আসলে আওয়ামি লিগ সরকারই তৈরি করেছে একটা অগণতান্ত্রিক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো নানা ভাবে বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণের উপর খবরদারি করছে। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া এটা করছে। ভারতও এই দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে। যেমন ধরুন, বাংলাদেশের নির্বাচন কী ভাবে হবে, এটা তো বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নানা ভাবে এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছে, চাপ তৈরি করে চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশকে তাদের বলয়ে আনার জন্য। সরকারকে নানা ভাবে উপদেশ দিচ্ছে, বৈঠক করছে। আওয়ামি লিগ সরকার এবং বিএনপি উভয়েই কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর কাছেই দরবার করছে। এই সরকার যেহেতু জনগণের সরকার নয়, তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে দরবার করেই সে সরকারকে পাকাপোক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আওয়ামি লিগ সরকারের সঙ্গে

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (৫)

বিপ্লবের প্রধান কাজ রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এবার পঞ্চম কিস্তি।

বিপ্লবের খতিয়ান

রাষ্ট্র বিষয়ে আমাদের আলোচ্য এই প্রশ্নে মার্ক্স ১৮৪৮-১৮৫১ সালের বিপ্লব থেকে যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা তাঁর 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থের নিম্নোক্ত বক্তব্যে পাওয়া যায় :

"বিপ্লব একটি চলমান প্রক্রিয়া। এখনও সে চলেছে প্রায়শ্চিত্তকালের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তার কাজ সে করে চলে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে। ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের মধ্যে' (লুই বোনাপার্টের অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখলের বা কু'দেতার তারিখ) তা তার প্রস্তুতির কাজ অর্ধেকটা শেষ করেছে, এবার করছে বাকি অর্ধেকটা। তার প্রথম কাজ ছিল সংসদীয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তোলা, যাতে তাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়। এই লক্ষমাত্রায় পৌঁছনোর পর এখন সে তার প্রশাসনিক কার্যনির্বাহক ক্ষমতাকে (এক্সিকিউটিভ পাওয়ার) নিখুঁত করে তুলতে চাইছে ও তার একেবারে বিশুদ্ধ রূপটা প্রকাশ করে দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করছে। বিপ্লব এখন এই প্রশাসনিক ক্ষমতাকে দাঁড় করাচ্ছে তার নিজেরই বিরুদ্ধে এবং আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসাবে, যাতে তাকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে ধ্বংসের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা যায়। নিজ প্রাথমিক কর্তব্যের এই দ্বিতীয়াংশ বিপ্লব যখন শেষ করবে, তখন ইউরোপ তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জয়গর্বে চেঁচিয়ে উঠবে, ভালই করেছো, বুড়ো ছুঁচো।"

"বিশাল আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক সংগঠন সহ এক বিরাট এবং সুনিপুণ রাষ্ট্রযন্ত্র, তার পাঁচ লক্ষ লোকের সৈন্যবাহিনীর পাশে আরও পাঁচ লক্ষ রাজকর্মচারীর বাহিনী সহ এই প্রশাসন-ক্ষমতা, এক ভয়ঙ্কর পরজীবীর মতো ফরাসি সমাজদেহকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলে তার সমস্ত রন্ধ্রমুখকে পর্যন্ত রুদ্ধ করে রেখেছে। এই বিরাট ক্ষমতার উদয় হয়েছিল স্বৈর-রাজতন্ত্রের যুগে, সামন্ততন্ত্রের পতনের সময়ে, যখন সে পতনকে ত্বরান্বিত করতে এই প্রশাসনিক ক্ষমতা সাহায্যই করেছিল।" প্রথম ফরাসি বিপ্লবে কেন্দ্রীভবন বেড়ে ওঠে, "কিন্তু সেই সঙ্গে" তা বাড়িয়ে তোলে "সরকারি ক্ষমতার বহর, তার কাজের পরিধি ও তার কর্মকর্তাদের সংখ্যা। নেপোলিয়ন এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিপূর্ণ আকারে গড়ে তোলেন। বৈধ রাজতন্ত্র ও জুলাই রাজতন্ত্র[১] 'আরও বেশি শ্রমবিভাগ ছাড়া এতে নতুন কিছু যোগ করেনি।..."

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র তার দমন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ক্ষমতার সহায় সম্বল ও কেন্দ্রীভবন বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। সব বিপ্লবই এই যন্ত্রটাকে ধ্বংসের বদলে আরও নিখুঁত করে গড়ে তুলেছে।" "পরস্পরকে হটিয়ে যেসব পার্টি আধিপত্যের জন্য লড়েছে তারা এই বিশাল রাষ্ট্র সৌধটার দখলদারিকেই বিজয়ীর প্রধান লুটের-ধন বলে গণ্য করেছে।" ('লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার', ৯৮-৯৯ পৃঃ, ৪র্থ সংস্করণ, হামবুর্গ, ১৯০৭।)

এই অসাধারণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদ 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর স্তরের তুলনায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট ইশতেহারে রাষ্ট্রের প্রশ্নটা তোলা হয়েছিল খুবই বিমূর্তভাবে— সাধারণ কথা ও সাধারণ ভাষায়। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা রাখা হয়েছে সুনির্দিষ্ট আকারে, যার থেকে একটি যথাযথ, নির্দিষ্ট ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত টানা সম্ভব হয়েছে— আগের সমস্ত বিপ্লবই রাষ্ট্রযন্ত্রকে আরও নিখুঁত করেছে, অথচ তাকে ভাঙা এবং চূর্ণ করাটাই জরুরি।

এই সিদ্ধান্তটাই হল রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সীয় তত্ত্বের মূল ও প্রধান কথা। এবং ঠিক এই মূল সিদ্ধান্তটাকেই প্রভাবশালী সরকারি সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলি একেবারেই ভুলে গেছে, শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শীর্ষস্থানীয় তাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কি তাকে প্রকৃতপক্ষে বিকৃতও করেছেন (যা আমরা পরে দেখব)।

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এ আমরা পাই ইতিহাসের একটি সাধারণ সার-সংক্ষেপ, যা আমাদের মানতে বাধ্য করে যে, রাষ্ট্র হল শ্রেণি শাসনের যন্ত্র এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হই যে, সর্বহারা শ্রেণি প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার না করে, রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন না করে, 'শাসক শ্রেণি হিসেবে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণির' স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রে পরিণত না করে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করতে পারে না। এবং এই সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্র তার বিজয়ের পর থেকেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার পথে এগোতে শুরু করবে, কেন না যে সমাজে শ্রেণি বিরোধ নেই সেখানে রাষ্ট্র বাস্তবে নিষ্প্রয়োজন এবং তার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। ইতিহাসের বিকাশের দিক থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জায়গায় সর্বহারা রাষ্ট্রের এই বদলটা কী ভাবে হবে, সে প্রশ্ন এখানে আলোচিত হয়নি।

১৮৫২ সালে মার্ক্স ঠিক এই প্রশ্নটাই তুলেছেন এবং তার জবাবও দিয়েছেন। তাঁর দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্ক্স ১৮৪৮-১৮৫১ সালের বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে তাঁর মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতো এখানেও মার্ক্সের তত্ত্ব বিশ্ব সম্পর্কে গভীর দার্শনিক উপলব্ধি ও ইতিহাসের সমৃদ্ধজ্ঞানে উদ্ভাসিত অভিজ্ঞতার সার-সংকলন।

রাষ্ট্রের বিষয়টা এখানে রাখা হয়েছে সুনির্দিষ্ট রূপে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের, বুর্জোয়া-শাসনের জন্য অপরিহার্য রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব ঐতিহাসিক দিক থেকে কী ভাবে ঘটল? কোন কোন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তা এগিয়েছে? বুর্জোয়া বিপ্লবের গতিপথে এবং নিপীড়িত শ্রেণিগুলির স্বাধীন কার্যকলাপের সামনে পড়ে তার বিবর্তনের রূপই বা কেমন? এই রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্যই বা কী?

বুর্জোয়া সমাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রক্ষমতার উদ্ভব হয় স্বৈরতন্ত্রের পতনের যুগে। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দুটি— আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী। এই দুটি প্রতিষ্ঠান বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে কী ভাবে হাজার হাজার সূত্রে জড়িয়ে রয়েছে, তা মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাঁদের রচনায় বার বার দেখিয়েছেন। প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেই এই যোগাযোগটি একেবারে ছবির মতো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিক শ্রেণি এই সংযোগকে চিনতে শেখে। সেই জন্যই যে মতবাদ এই সংযোগের অনিবার্যতাকে তুলে ধরে শ্রমিকরা অতি সহজেই তা আয়ত্ত করতে এবং গভীর ভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। অন্য দিকে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা হয় অজ্ঞতা ও অগভীর চিন্তা প্রক্রিয়ার বশে সে তত্ত্বকে অস্বীকার করে, নয় তো আরও অগভীরতার পরিচয় দিয়ে তা 'সাধারণভাবে' স্বীকার করলেও উপযুক্ত কার্যকরী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ভুলে যায়।

আমলাতন্ত্র ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনী— এরা হল বুর্জোয়া সমাজের দেহে 'পরজীবী'— যে পরজীবীর উদ্ভব সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব থেকে এবং যা বুর্জোয়া সমাজকে ছিন্নভিন্ন করছে। এ এমন এক পরজীবী যা সমাজের জীবনীশক্তির সমস্ত প্রবাহকে রুদ্ধ করে রেখেছে। প্রতিষ্ঠিত সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলিতে এখন যে সব কাউটস্কিপন্থী সুবিধাবাদীদের প্রাধান্য, তাদের মতে রাষ্ট্রকে পরজীবী সত্ত্বা বলাটা একমাত্র এবং বিশেষ ভাবে নৈরাজ্যবাদীদেরই বৈশিষ্ট্য। বলাই বাহুল্য, যে সঙ্কীর্ণমনার দল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে 'পিতৃভূমি রক্ষার' নাম দিয়ে তাকে যুক্তিসঙ্গত ও মনোরম করে দেখানোর অভূতপূর্ব কলঙ্কে সমাজতন্ত্রকে টেনে নামিয়েছে, তাদের কাছে মার্ক্সবাদের এই রকম বিকৃতি খুবই সুবিধাজনক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বিকৃতিই।

সামন্ততন্ত্রের পতনের সময় থেকে ইউরোপ যতগুলি বুর্জোয়া বিপ্লব[২] দেখেছে, তার সবকটির মধ্য দিয়েই চলেছে এই আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটার বিকাশ, পূর্ণতাসাধন, শক্তিবৃদ্ধির কাজটি। বিশেষ করে পেটিবুর্জোয়ারা এই যন্ত্রটির মারফত বহুল পরিমাণে বৃহৎ বুর্জোয়াদের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এর দৌলতেই তারা তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কৃষক, ছোট কারিগর ও ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের উপরের স্তরটাকে এই রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের ওপরওয়ালা হবার মতো অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ, নির্ঝঞ্ঝাট ও সম্মানীয় কাজ দিয়ে থাকে। ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ছ'মাস জুড়ে রাশিয়ায় কী হয়েছে দেখুন— যেসব সরকারি পদ আগে পেত প্রধানত ব্ল্যাক হান্ড্রেডরা (জারের গুপ্তচর বাহিনী), এখন সেই সব পদ কাদেত[৩], মেনশেভিক ও সোসালিস্ট রেভলিউশনারিদের লুটের মাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও গুরুতর সংস্কার চালুর কথা কেউই ভাবছে না। এ সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর প্রচেষ্টাকেই চেষ্টা করা হয়েছে 'সংবিধান সভা পর্যন্ত মুলতুবি রাখার, আর 'সংবিধান সভাটি' মুলতুবি রাখার চেষ্টা হয়েছে যত দিন না যুদ্ধ শেষ হচ্ছে, তত দিন। কিন্তু লুঠের বখরায় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, গভর্নর জেনারেল ইত্যাদির লোভনীয় পদগুলি দখলে কিন্তু দেরি হয়নি, এবং কোনও সংবিধান সভার জন্য অপেক্ষাও করা হয়নি। সারা দেশ জুড়ে ওপরতলা থেকে নিচের তলা পর্যন্ত সমস্ত কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনিক দপ্তরে 'লুঠের' এই যে বণ্টন ও পুনর্বণ্টন চলছে, সরকার গঠন নিয়ে জোট বাঁধাবাঁধির খেলাটাও মূলত কেবল তারই অভিব্যক্তি। ১৯১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ আগস্ট এই ছ'মাসের বাস্তব যোগফল ঃ সংস্কার মুলতুবি হয়েছে, পদগুলি বণ্টিত হয়েছে, এবং বণ্টনের 'ভুলত্রুটি শোধরানো হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টন করে'।

কিন্তু বিভিন্ন বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া পার্টির মধ্যে (রুশ দৃষ্টান্ত ধরলে কাদেত, সোসালিস্ট রেভলিউশনারি ও মেনশেভিকদের মধ্যে) আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটার 'পুনর্বণ্টন' যত বেশি চলতে থাকে, সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে চলা নিপীড়িত শ্রেণিগুলির কাছে সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে তাদের অনিরসনীয় বিরোধের চিত্রটা ততই পরিষ্কার হয়ে যায়। এর জন্যই বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে দমনমূলক পদক্ষেপ বাড়ানো এবং দমনের হাতিয়ার অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে শক্তিশালী করে তোলা সমস্ত বুর্জোয়া পার্টি এমনকি সবচেয়ে গণতান্ত্রিক ও 'বিপ্লবী গণতান্ত্রিক' দলগুলির কাছে আবশ্যক হয়ে পড়ে। ঘটনাবলির এই গতিমুখের ফলেই বিপ্লব বাধ্য হয় রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে 'ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে', রাষ্ট্রযন্ত্রটার উন্নয়ন নয়, তার ধ্বংস, তার সংহারকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে।

নিছক যুক্তি-তর্ক নয়, ঘটনাবলির বাস্তব বিকাশ, ১৮৪৮-৫১ সালের জীবন্ত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বিপ্লবের এই কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার এই বাস্তব জমিটাকে মার্ক্স কতটা কঠোরভাবে অনুসরণ করেছেন তা আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখি, রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ধ্বংস করা হবে, তার জায়গায় কী

সাতের পাতায় দেখুন

মালিকদের জন্যই জুট মিলে দুর্ঘটনা ও মৃত্যু বাড়ছে
এ আই ইউ টি ইউ সি

১০ নভেম্বর হাওড়ার ঘুসুড়িতে হনুমান জুট মিল কর্তৃপক্ষ মিলের একটি পুরানো বাড়িতে বেআইনি নির্মাণের কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করলে পরিণামে বাড়ি ভেঙে ১ জন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে, আহত হন ৬ জন। এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ওই দিনই এক বিবৃতিতে বলেন, এ রাজ্যের বেশিরভাগ জুটমিল ব্রিটিশ আমলে তৈরি। মালিকরা এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে রাজি নন। হনুমান জুট মিলে শ্রমিকের মৃত্যুর দায় তাদেরই।

তিনি মৃত শ্রমিকের পরিবারকে কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি করেন। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার দায়িত্ব মিল কর্তৃপক্ষকে নিতে এবং ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং সমস্ত জুট মিলের জরাজীর্ণ বাড়ি ও শ্রমিক কোয়ার্টারের প্রয়োজনীয় সংস্কার করার দাবি জানান।

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সম্মেলন

সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে রেটবৃদ্ধি সহ হোসিয়ারি শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ৫ নভেম্বর কোলাঘাটে ত্রয়োদশ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দু'শতাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক নেপাল বাগ। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা উপদেষ্টা নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও সভাপতি মধুসূদন বেরা। প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষে ইউনিয়নের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভগবানগোলা ব্লকের দেবাইপুর ইউনিটের ইনচার্জ কমরেড মোশারফ হোসেন ১৫ অক্টোবর আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

১৯৭৭ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের ভগবানগোলা লোকাল কমিটির তৎকালীন সম্পাদক প্রয়াত কমরেড শিবপূজন সোনারের সংস্পর্শে এসে দলের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও-র কাজ শুরু করেন। ধীরে ধীরে দলের সংস্কৃতি, আদর্শ, চিন্তা ও কাজের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হলে একসময় দলের সদস্যপদ লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে নতুন এলাকায় দলের বিস্তার ঘটাতে কমরেড মোশারফ হোসেনকে ইনচার্জ করে নতুনভাবে দেবাইপুর ইউনিট গঠিত হয়। আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। কমরেড হোসেন ছিলেন দরিদ্র পরিবারের। শারীরিক অসুস্থতার জন্য কিছুদিন ভগবানগোলা লোকাল কমিটির অফিসে থেকেই দলের কাজ করতেন। অসুস্থ অবস্থায় শেষ জীবনেও তিনি প্রায় প্রত্যেক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। এলাকায় প্রায় সবার সাথেই ছিল তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সহ এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ও ভারাক্রান্ত মনে শেষ বিদায় জানান। কমরেড মোশারফ হোসেনের মৃত্যুতে সাধারণ মানুষ হারাল তাদের আপনজনকে এবং দল হারাল একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে।

কমরেড মোশারফ হোসেন লাল সেলাম

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা অঞ্চলে দলের সংগঠক, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এআইডিএসও-র নেতা কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল ৩০ অক্টোবর ক্যান্সার রোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

১৯৮০-র দশকের শেষভাগে ছাত্রাবস্থায় কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল তদানীন্তন সিপিএম সরকারের জনবিরোধী ভাষা-শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে দলের সংস্পর্শে আসেন। ধীরে ধীরে তিনি দলের কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রাম শুরু করেন। একসময় দলের সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ২০০২ সালে তিনি ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হন। অপারেশনের পর কিছুটা সুস্থ হয়ে বছরখানেক আগে তিনি আবার দলের কাজ করতে শুরু করেন। হঠাৎ তিন-চার মাস আগে তাঁর ফুসফুস ও লিভার ক্যান্সার ধরা পড়ে। চারবার তাঁর কেমোথেরাপি হয়। কিন্তু তাঁকে রক্ষা করা যায়নি।

তাঁর অকাল প্রয়াণে দলের কর্মী-সমর্থক ও এলাকার সাধারণ মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

কমরেড পঙ্কজ মণ্ডল লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

ছয়ের পাতার পর

আসবে— এ প্রশ্নটাকে তিনি ১৮৫২ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে বলেননি। আসলে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিষয়টা বিচার করার মতো মালমশলার জোগান তখনও দেয়নি। ইতিহাস সে প্রশ্নকে প্রধান কর্তব্যকর্ম হিসেবে তুলে ধরেছিল পরে, ১৮৭১ সালে। ১৮৫২ সালে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ ও তার যথার্থ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে শুধু এটুকু বলা সম্ভব ছিল যে, সর্বহারা বিপ্লব যে স্তরে পৌঁছেছে তাকে রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধে 'ধ্বংসের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করার', রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে 'ভাঙার' কর্তব্য সমাধা করার কথা ভাবতে হবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগুলির যে সাধারণীকরণ মার্ক্স করেছেন সেটা ফ্রান্সের ১৮৪৮-১৮৫১ সাল— এই তিন বছরের ইতিহাসের চেয়ে ব্যাপকতর পরিধিতে প্রয়োগ করা কি ঠিক হবে? প্রশ্নটা বিচারের জন্য প্রথমে এঙ্গেলসের একটি মন্তব্য স্মরণ করার পর আমরা বাস্তব তথ্যে যাব। 'আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এর তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন:

"... ফ্রান্স এমন একটা দেশ, যেখানে শ্রেণিগুলির ঐতিহাসিক সংগ্রাম অন্য যে-কোনও দেশের তুলনায় প্রতিবারই একটা চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছেছে। যেসব পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক রূপের মধ্য দিয়ে এই শ্রেণিসংগ্রাম এগিয়েছে এবং যার মধ্য দিয়ে তার ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তা ফ্রান্সেই সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ফ্রান্স। রেনেসাঁসের পর থেকে সামাজিক বর্গভেদের উপর ভিত্তি করে (বেসড অন সোসাল এস্টেটস) ঐক্যবদ্ধরাজতন্ত্রের আদর্শ দেশও ছিল এই ফ্রান্স। মহান বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রকে চূর্ণ করে এমন স্পষ্টভাবে বুর্জোয়াদের বিশুদ্ধপ্রভুত্ব স্থাপনও ইউরোপের আর কোনও দেশে হয়নি। আবার ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে মাথা তোলা প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম এখানে যে তীব্র রূপ নিচ্ছে তাও অন্য দেশে অজ্ঞাত।" (৪ পৃঃ, ১৯০৭ সালের সংস্করণ।)

এখানে শেষের কথাটি অবশ্য কিছুটা পুরনো হয়ে পড়েছে, কারণ ১৮৭১ সালের পর থেকে ফরাসি সর্বহারা শ্রেণির সংগ্রামে একটা বিরতি দেখা যাচ্ছে। যদিও সে বিরতি যত দীর্ঘই হোক, এই সম্ভাবনা তাতে এতটুকুও নাকচ করা যায় না যে, শ্রেণিসংগ্রামকে তার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার চিরায়ত ঐতিহ্যশালী দেশ হিসেবে হয়তো আসন্ন প্রলেতারীয় বিপ্লবও ফ্রান্সেই আবার আত্মপ্রকাশ করবে।

এখন উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরুর দিকের অগ্রণী দেশগুলির ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক। সর্বত্রই আমরা দেখব ওই একই প্রক্রিয়া— কোথাও ধীরে, কোথাও অনেকখানি ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে, বিচিত্ররূপে সংসদীয় শক্তির বিকাশ হয়েছে। এটা ঘটেছে একদিকে, যেমন প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলিতে (ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড) তেমনি আবার রাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও (ইংল্যান্ড, কিছুটা পরিমাণে জার্মানি, ইতালি, স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলি প্রভৃতি)। অন্য দিকে দেখতে পাব ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া ব্যবস্থার ভিত্তি না বদলিয়েও সরকারি গদির সুযোগে প্রাপ্ত 'লুটের' বণ্টন ও পুনর্বণ্টন করে বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে ক্ষমতার সংগ্রাম এবং শেষপর্যন্ত 'প্রশাসনিক ক্ষমতার', তার আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রটাকে দক্ষ ও সংহত করার চেষ্টা।

কোনও সন্দেহই নেই যে, এটা সাধারণভাবে সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরই সাম্প্রতিক ক্রমবিকাশের সাধারণ রূপ। ১৮৪৮-১৮৫১ এই তিন বছরে দ্রুত, তীক্ষ্ণ ও সংহতরূপে ফ্রান্স বিকাশের এই প্রক্রিয়াগুলিকেই দেখিয়েছে। এগুলি সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ব্যাঙ্ক পুঁজির যুগ, অতিকায় একচেটিয়া পুঁজির যুগ। একচেটিয়া পুঁজিবাদ থেকে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদে বিকাশের এই যুগে দেখা যাচ্ছে 'রাষ্ট্রযন্ত্রের' এক অভূতপূর্ব শক্তিবৃদ্ধি। সরকারের রূপ সে রাজতান্ত্রিকই হোক, বা সর্বাধিক মুক্ত প্রজাতান্ত্রিক হোক না কেন— প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধেদমন করার শক্তির ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক যন্ত্রের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এখন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বিশ্ব ইতিহাস আজ নিঃসন্দেহে এমন এক পরিণামের দিকে এগোচ্ছে যখন ১৮৫২ সালের তুলনায় অনেক ব্যাপক পরিসরে শ্রমিক-বিপ্লবের 'সমস্ত শক্তি' রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংসের জন্য কেন্দ্রীভূত হবে। কী দিয়ে প্রলেতারিয়েত এই রাষ্ট্রযন্ত্রের বদল ঘটাবে সে বিষয়ে প্যারিস কমিউন থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। (চলবে)

১। 'বৈধ রাজতন্ত্র' ও 'জুলাই-রাজতন্ত্র'

১৭৮৯ সালের প্রথম ফরাসি বিপ্লবের ফলে তদানীন্তন শাসক বুরবোঁ-বংশের সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের পতন হয়। ১৮১৪ সালে তদানীন্তন সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পতনের পর এই বুরবোঁ-বংশ (দশম চার্লস) আবার ফ্রান্সের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই বুরবোঁ-বংশ ফ্রান্সে রাজত্ব করে। এই যুগকে বলা হয় (বুরবোঁ-বংশের) 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ'। বুরবোঁ বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল ফ্রান্সের বড়-বড় জমির মালিকরা। তাদের মতে বুরবোঁ-বংশই ছিল রাজ-সিংহাসনের বৈধ দাবিদার। তাই তাদের বলা হত 'বৈধ রাজতন্ত্রের সমর্থক', এবং ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বুরবোঁ-বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগকে ইতিহাসে বলা হয় 'বৈধ রাজতন্ত্র'। ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে এক বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ-বংশের পতন হয় এবং অরলেয়াঁ-বংশের লুই ফিলিপ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। অরলেয়াঁ-বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিল ফ্রান্সের ব্যাঙ্ক-মালিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ধনিকগোষ্ঠী। তাই তাদের বলা হয় 'অরলেয়াঁ-বংশের রাজতন্ত্রের সমর্থক'। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিপ্লবে লুই ফিলিপ ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং ফ্রান্সে 'দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত লুই ফিলিপের এই রাজত্বকে বলা হয় 'জুলাই-রাজতন্ত্র'।

২। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বিপ্লব, আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ, উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপ জুড়ে (ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, অস্ট্রিয়া) একের পর এক বিপ্লব।

৩। কাদেত। রাশিয়ার 'নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রী দল' নামে উদারনীতিক বুর্জোয়াদের এক দল। এই দলের সদস্যদের বলা হত 'কাদেত'। জারের পতনের পর রাশিয়ায় যে প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়, তাতে এরাই প্রধান অংশগ্রহণকারী। এরা ছিল শ্রমিক শ্রেণি ও বিপ্লবের বিরোধী।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ন্যায্য মূল্যে সারের দাবি আদায় করণদিঘিতে

উত্তর দিনাজপুরে এআইকেকেএমএস-এর করণদিঘি কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ নভেম্বর সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে করণদিঘি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ ও অবস্থান হয়। দীর্ঘদিন ধরেই কৃষকরা এমআরপি দরে সার কিনতে পারছেন না। প্রতি বস্তা সারের জন্য কোথাও ৫০০ টাকা কোথাও ৭০০ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। সংগঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে চাষের ভরা মরশুমের কাজ ফেলেও দেড় শতাধিক কৃষক উপস্থিত হন। বিডিও অফিস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কৃষকদের বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিসে এসে আলোচনা করেন এবং দাবিগুলোর যথার্থতা স্বীকার করেন। ন্যায্য মূল্যে সার কিনতে না পারলে ফোন করার জন্য তাঁর ফোন নাম্বার দেন। উপস্থিত কৃষকরা সংগঠনকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার করেন।

অন্যায়ভাবে ছাঁটাই কর্মীরা
আন্দোলনের চাপে পুনর্বহাল

মেদিনীপুর শহরের আইডিবিআই ব্যাঙ্কে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিযুক্ত ফেসিলিটি ম্যানেজমেন্ট স্টাফ সঞ্জয় ধলকে ১৪ নভেম্বর কোনও কারণ না দেখিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হঠাৎ করে ব্রাঞ্চ থেকে তাড়িয়ে দেন। এই অন্যায় অপসারণের বিরোধিতা করে ১৭ নভেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্কের মেদিনীপুর ব্রাঞ্চের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ম্যানেজার বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনায় বসেন এবং শেষ পর্যন্ত সঞ্জয় ধলকে কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন।

ইউনিয়নের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস জানান, এই রকম অন্যায় ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটলেই ইউনিয়ন সর্বশক্তি দিয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে।

দিল্লিতে ছাত্র বিক্ষোভ

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-তে অত্যধিক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৯ নভেম্বর এআইডিএসও এবং অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি যৌথভাবে বিক্ষোভ দেখায়। ইংরেজি বিভাগে পিএইচডি-তে ফি ১ হাজার ৯৩১ টাকা থেকে বেড়ে ২৩ হাজার ৯৬৮ টাকা করে কর্তৃপক্ষ, যা সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের গবেষণা ক্ষেত্রের বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। বিক্ষোভে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসা ও স্থানীয় ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।

আইআইটি-বিএইচইউতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ রাঁচিতে

মেডিকেল ছাত্র মদন কুমারের হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে ৪ নভেম্বর এআইডিএসও সারা দেশে কালা দিবস পালন করে। ঝাড়খণ্ডে সংগঠনের রাঁচি জেলা কমিটি আলবার্ট এক্কা চকে বিক্ষোভ দেখায়। জামসেদপুর ওয়ার্কার্স কলেজে উলগুলানের নেতা শহিদ বিরসা মুন্ডার জীবন সংগ্রাম নিয়ে চর্চা এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের শহর কমিটির সভাপতি শুভম কুমার।

গাজায় ইজরায়েলি হানাদারি বন্ধের দাবিতে বার্লিনে জার্মানির মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এমএলপিডি-র বিক্ষোভ। ৩০ অক্টোবর

নন্দীগ্রাম আন্দোলনের শহিদ স্মরণ

১০ নভেম্বর নন্দীগ্রাম ভূমি আন্দোলনের শহিদ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল এসইউসিআই(সি)। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক নন্দ পাত্র তাঁর বক্তব্যে সেই গৌরবময় আন্দোলনের দিনগুলির স্মৃতিচারণা করে বলেন, ভারতবর্ষের একমাত্র সফল 'সেজ' বিরোধী আন্দোলন হয়েছে নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম শাসকের দম্ভকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। এই আন্দোলন গড়ে তুলতে এসইউসিআই(সি)-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তিনি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, নন্দীগ্রাম ভূমি রক্ষার আন্দোলনের শহিদ দিবসের মঞ্চকে শাসক ও বিধানসভার প্রধান বিরোধী দল তাদের কায়েমি স্বার্থে ব্যবহার করছে। আমরা তাই বাধ্য হয়ে নন্দীগ্রাম বাসস্ট্যান্ডে আলাদা ভাবে শহিদ দিবস পালন করছি।

এই শহিদ স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড প্রণব মাইতি, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ভবানী প্রসাদ দাস, কমরেড প্রদীপ দাস, নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মনোজ কুমার দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

জয়নগরে আক্রান্তদের পাশে সিপিডিআরএস

১৩ নভেম্বর ভোরে জয়নগর থানার বামনগাছি অঞ্চলে রাজনৈতিক নেতা সাইফুদ্দিন লস্কর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ঘটনার পরে সাহাবুদ্দিন লস্কর নামে একজন গণপিটুনিতে মারা যান। এর পরেই ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দলুয়াখাকি গ্রামে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী বেশ কিছু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বাড়ি, মোটরভ্যান, আসবাবপত্র, চাল, ডাল, পোশাক, পরিচ্ছদ, হাঁস, মুরগি পুড়িয়ে দেয়। টাকাপয়সা, সম্পদ লুট করে। আইসিডিএস স্কুল, গ্রামীণ ডাক্তারের চেম্বার পুড়িয়ে দেয়। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে বাধা দেয়। এই সমস্ত ঘটনা শাসক দলের মদতে ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে হয়েছে বলে আক্রান্ত পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে। শীতের রাতে শিশু, মহিলারা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক পুড়ে যাওয়ার ফলে দিশেহারা।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা শাখার পক্ষ থেকে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতে চায়। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের জন্য তাঁরা ১৭ নভেম্বর উপদ্রুত গ্রামে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এর থেকে বোঝা যায় প্রশাসন কিছু আড়াল করতে চাইছে। তোলাবাজি, মাটি ব্যবসা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে দু'পক্ষের দ্বন্দ্বে স্থানীয় শাসকদলের নেতা খুন ও মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে বলে পারিপার্শ্বিক তদন্তে উঠে এসেছে।

সিপিডিআরএস দাবি জানিয়েছে— ঘরছাড়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে ঘরে ফেরাতে হবে, আশ্রয়হীনদের অবিলম্বে ঘর তৈরি করে দেওয়া, ক্ষতিপূরণ, তাদের জরুরি ডকুমেন্ট পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা ও খাবার-জামাকাপড় ইত্যাদির ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বই খাতার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং খুন, পাল্টা খুন, ঘর পোড়ানো লুটপাটে জড়িত দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com